গোয়াইনঘাটে চাঁদাবাজির মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আজমলসহ ৭ জন গ্রেপ্তার

সংগৃহীত ছবি

সিলেটের গোয়াইনঘাটে নদীপথে চাঁদাবাজির অভিযোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সিলেট জেলা কমিটির সদস্য আজমল হোসেনসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৯। গত মাসে প্রায় দুই শত বালুবোঝাই বাল্কহেড আটক ও শ্রমিক জিম্মি করার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তারা আসামি ছিলেন। শনিবার গভীর রাতে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নৌপথে চাঁদাবাজির মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সিলেট জেলা কমিটির সদস্য ও মামলার প্রধান আসামি আজমল হোসেনসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৯। শনিবার (৯ আগস্ট) রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—লেঙ্গুড়া গ্রামের ফয়সল আহমদের ছেলে আজমল হোসেন, মৃত আ. সালামের ছেলে সুলতান আহমদ, ফজর রহমানের ছেলে বিল্লাল মেম্বার, মৃত মুসাব্বিরের ছেলে সুবহান, ফারুক আহমেদের ছেলে শাকিল, মৃত ফজু রহমানের ছেলে ফারুক মিয়া এবং মৃত আ. মুসাব্বিরের ছেলে ফয়সল মৌলবি।

LENS ASIA

অভিযোগ অনুযায়ী, গত মাসে সরকারের ইজারাকৃত বালু মহাল থেকে বালুবোঝাই প্রায় দুই শত বাল্কহেড নদীপথে আটক করে রাখে আজমলের নেতৃত্বাধীন একটি চক্র। প্রায় দুই সপ্তাহ এসব বাল্কহেড লেঙ্গুড়া গ্রামে জিম্মি অবস্থায় ছিল। ঘটনায় নৌ শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

গত ৬ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে জিম্মি থাকা বাল্কহেডগুলো উদ্ধার করে। এ সময় আজমল পালিয়ে গেলেও তার সহযোগীদের মধ্যে ছয়জনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়।

পরে গোয়াইনঘাট থানায় দেশীয় অস্ত্র রাখা ও অবৈধ চাঁদা আদায়ের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়, যেখানে ৩২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৪০-৪৫ জনকে আসামি করা হয়।

র‍্যাব-৯ জানায়, শনিবার রাতে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ থেকে আজমলসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে রোববার (১০ আগস্ট) গোয়াইনঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। থানার ওসি সরকার তোফায়েল আহমদ জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।